www.cbgr1971.org

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনের বেতার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

(১ম পাতার পর)

একদিকে মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তানী সৈন্যদের লজ্জাজনক বিপর্যয় এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের জনসাধারণের ন্যায় সংগত সংগ্রামের প্রতি ভারতের আন্তরিকতাপূর্ণ সমর্থন এই পটভূমিকায় পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছে।

উভয়ের শত্রু এক

ভারত ও বাংলাদেশের বিপদ এসেছে একই শত্রুর কাছ থেকে। এর ফলে দুই দেশের মানুষের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সৈনিকেরা এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে—উভয়ের মিলিত রক্তধারায় রঙ্গিত হচ্ছে আমাদের দেশের মাটি। ইতিহাস এই দুদেশের মানুষের যে বন্ধুত্বের পথ নির্দেশ করেছে, এই রক্তধারায় সেই মৈত্রীর বন্ধন রহিত হল।

ভারতের জনসাধারণ অনেক আগেই আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের অন্তরে। এখন তাঁদের সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের পক্ষে এ এক বিজয়—বিজয় তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর বিজয় তাঁদের মুক্তিবাহিনীর।

স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসাবে আমাদের কূটনৈতিক স্বীকৃতিলাভ আজ সম্ভব হল অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে, মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক তৎপরতা, অপূর্ব আত্মত্যাগ ও দুর্ভেদ্য ঐক্যের ফলে। এ বিজয় ভারতের জনসাধারণেরও বিজয়বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়ে তাঁদের সর্বসম্মত অভিপ্রায় আজ বাস্তবে রূপায়িত হল।

ভারতের স্বীকৃতিদান একটি মহৎ ঘটনা

স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদেরকে জগৎসভায় সর্বপ্রথম স্বাগত জানিয়েছে ভারত। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। এক কোটি ছিন্নমূল বাঙ্গালীর পরিচর্যার ক্লেশ স্বীকার করে এবং বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধের আপদ বহন করে মানবতাও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি যে সুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় ভারত দিয়েছে, তা বর্তমানকালের এক আশ্চর্য ঘটনারূপে বিবেচিত হবে। ভারতের এই দৃঢ়তাপূর্ণ সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দিত।

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তিমূলে এই ঐতিহাসিক অবদানের জন্য আমরা ভারতের জনসাধারণ, পার্লামেন্ট, সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞায় বাঙালী জাতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। ভারতের এই স্বীকৃতিদান একটি মহৎ ঘটনা। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হবে পরস্পরের জন্য মৈত্রী ও শ্রদ্ধাবোধ। বিপদের দিনে যুদ্ধের দুর্যোগের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে যে সম্পর্ক আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম, সম্পদে ও শান্তির কালে তা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা উভয় জাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধন করবে।

ভারতের পরে ভুটান স্বীকৃতি দিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে। এর জন্য আমরা ভুটানের রাজা ও জনসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্গবন্ধু সর্বদাই বাঙ্গালীর অন্তরে জাগরুক

বাংলাদেশের মানুষের এই আনন্দের মুহূর্ত তবু ম্লান হয়ে গেছে এক বিষাদের ছায়ায়। বাংলাদেশের স্বপ্ন যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়িত হল, তখন সেই স্বপ্নের দ্রষ্টা, বাঙ্গালী জাতির জনক, শেখ মুজিবর রহমান শত্রুর কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন। দেশবাসীর নিকটে অথবা দূরে, যেখানেই থাকুন না কেন, বঙ্গবন্ধু সর্বদাই জাগরুক রয়েছেন তাদের অন্তরে। যে চেতনা আমাদের অতীতকে রূপান্তরিত করেছে, তিনি সেই চেতনার প্রতীক; যে রূপকাহিনী ভবিষ্যতে আমাদের জাতিকে যে গাবে ভাব ও চিন্তা, তিনি সেই কাহিনীর অংশ। তবু এই মুহূর্তে তার অনুপস্থিতিতে আমরা সকলেই বেদনার্ত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নীতি

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্রেরই স্বাগত জানানো উচিত। আমাদের এই নতুন রাষ্ট্রের আদর্শ হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোট-নিরপেক্ষতা এবং সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধীতা করা। আমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সাড়ে সাতকোটি মানুষের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে ভারত ও ভুটানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য আমি সকল রাষ্ট্রকে আহ্বান করছি।

পশ্চিম পাকিস্তান নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে

পশ্চিম পাকিস্তান সরকার যে অমঙ্গলের সূচনা করেছে বাংলাদেশে, পরিণামে তা-ই আজ তাকে ধ্বংস করতে চলেছে। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে তার পৃষ্ঠপোষকেরা তাকে বাঁচাতে চেয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কিন্তু সে-প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের সংঘর্ষের মূল কারণ বিবেচনা না করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই উপমহাদেশে যুদ্ধ বিরতির যে প্রস্তাব করেছে, তা মার্কিণ সরকারের অন্ধতা ও বিকৃত বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক। চীনও একই ধরণের বিচারবুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তাই নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগ করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বাংলাদেশের মানুষ কৃতজ্ঞ।

(অসমাপ্ত)

শরণার্থীর চিঠি

(৩-এর পাতার পর)

হাতের পেষণে বিতাড়িত বাংলার সন্তানেরা পূর্ণ নিরাপত্তা, পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে ফিরে যেতে পারে স্বদেশের কোলে, প্রতিবেশীদের প্রীতির মাঝে; আসুন, আমরা আরো মোনাজাত করি, যারা কুটিল চক্রের পৈশাচিক লীলায় ক্রীড়নক হয়ে বাংলার প্রতি মির্জাফরী বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছেন, তারা যেন এই পাপমুক্ত হয়ে পবিত্র সুন্দর চিত্তে ভ্রান্তপথ থেকে ফিরে আসে।

চক্রান্তকারীদের মতলব ছিল তার জাগ্রত বাংলাকে জ্ঞানে অর্থে জনতায় দুর্বল করে বুকের পরে চির কায়েম করবে প্রভুত্বের মসনদ আর চিরকাল অক্টোপাশের মতো চালিয়ে যাবে শোষণ। তাদের সেই বর্বর বাসনা অলীক স্বপ্নে পরিণত হতে চলছে। খোদার রাজ্যে শয়তানীর দাপট চলতে পারে না বেশীদিন। একদিন নির্ঘাত নেমে আসে তার উপর তাঁর কঠিন ন্যায়দণ্ড।

সেই ন্যায়দণ্ড নেমে এসেছে মুক্তিকামী আহত বাঙালীর রক্ত শিরায়। নইলে কেন ঐ বঙ্গবন্ধু? কিসের উদ্দীপনায় সহস্রফণা বাসুকীর মতো ফুঁসে উঠেছে বাংলার তরুণেরা? কোন অগ্নিবলে বলীয়ান হয়ে ক্ষীণকায় অসামরিক বাঙালীর সন্তানেরা দুর্বার হয়ে মৃত্যুর পানে তুলে ধরেছে পাঞ্জা, দুর্জয় সাহসে মরণ আহবে হুলী খেলছে দুর্ধর্ষ শত্রু-দানবের রক্তে?

বাংলার স্বর্ণ প্রভাত উদয়ের পথে। তার অরুণ ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এমন বাংলা যেখানে থাকবে না কোনো শোষণ, কোনো নির্যাতন, দারিদ্রের পেষণ, বাইরের কোনো প্রভুয়ান। ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনো বাঁধা; ধানে চালে দুধে মাছে, বারো মাসের তেরো পার্বনে প্রতিবেশীর পারস্পরিক অনাবিল আবাব হাসবে আমাদের সুজলা শ্যামলা কণকভূষণা স্নেহময়ী বাংলা-মা। আসুন, পরম পালক মঙ্গলময়ের চরণতলে মোনাজাত করি, সেই শুভ আগমনীকে আমরা যেন অচিরে স্বাগত জানাতে পারি।

জয় বাংলা!

মুক্তাঞ্চলেকতক্ষণ

(২য় পাতার পর)

থেকে এগিয়ে এলেন বিষ্ণুকুমার দাস। না আমরাও ফিরেছি। জয়বাংলা হিন্দু মুসলমানের সব্বাইয়েরই জয়বাংলা। এখানে কারোরই ভয় নেই। আমরা সবাইবাঙ্গালী।'

তিনি বলেন, এই বিধ্বস্ত মুক্ত অঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করতেই এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান। সঙ্গে এসেছিলেন অন্যান্য নেতৃবর্গ এবং উচ্চপদস্থ অফিসাররা। একটা জনসভা হল কামরুজ্জামান সাহেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। লোক এসেছে পিল পিল করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন 'সব রকম ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

'পাশে বসে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ সরকারের অর্থসচিব জনাব জামানের সঙ্গে। বললেন, এখন বিরাট দায়িত্ব আমাদের। ত্রাণের ব্যবস্থা চাই, বাজারে নিয়মিত ভাল তেল, নুন সরবরাহের বন্দোবস্ত করতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য আবার চালু করতে চাই, চাষবাস অবিলম্বে শুরু করে দিতে হবে। বিরাট দায়িত্ব।

ফণীবাবু এবং তোফায়েল কথা বলছিলেন ছাত্র ও যুব নেতাদের সঙ্গে। যাতে তাঁরাই নতুন বাংলা গড়ার কাজে প্রত্যেকটি অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ এবং ত্রিশ কছরের ছাত্রনেতা একসঙ্গে যুবশক্তিকে সংগঠিত করার কাজে লেগেছেন। উক্ত সাংবাদিক আশা প্রকাশ করেছেন এভাবে এই সম্মেলনের কথাই ভাবছিলাম কালিন্দী আর ইছামতীর সঙ্গমস্থলে। লঞ্চ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম ওদের একটা বড় বাংকার। একশ ষাটটার একটা। মনে হচ্ছিল যদি নবীন ও প্রবীন নেতৃত্ব বাংলাদেশের যুবশক্তিকে ঠিক পথে চালাতে পারেন তাহলে একশ ষাট হাজার বাংকার গড়েও পৃথিবীর কোন শক্তি ওদেশকে পরাধীন রাখতে পারবে না।

যুদ্ধ

(৩-এর পাতার পর)

রাজশাহী বিভাগে যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। যশোর ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণে বেনাপোল-যশোর রোড। উত্তরে চৌগাছা-যশোর রোড, পূর্বে ঢাকা রোড ও তার পাশ দিয়ে রেল লাইন। এই রেল লাইন দিয়ে দক্ষিণে যাওয়া যায় খুলনায়। উত্তরে যাওয়া যায় রাজসাহী বিভাগের বিভিন্ন জায়গায়। এখানে এখন আছে পাঞ্জাবী, বালুচ ও পাঠান রেজিমেন্টের লোক। আগে বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরাও এখানে থাকত। কিন্তু এই রেজিমেন্টের অনেক বাঙালীকে মেরে ফেলা হয়েছে। বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্যত্র আর কিছু আগেই পালিয়ে এসে যোগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে।

ক্যান্টনমেন্টগুলো তৈরী করা হয়েছিল সৈন্যদের স্থায়ী ঘাঁটি হিসাবে। এখান থেকে সৈন্য, গোলা-বারুদ, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া-গাড়ি, গোলন্দাজ বাহিনীকে অন্যত্র প্রয়োজনমত পাঠাতে পারবার জন্য প্রস্তুত থাকত। যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছিল উত্তর ও মধ্য বাঙলার মূল পাক সামরিক ঘাঁটি। বর্তমানে যশোর ক্যান্টনমেন্ট তিনদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার পর মুক্ত।

মায়ের প্রেরণা

(৩-এর পাতার পর)

সেনাকে খতম করেছি। তোমার দোয়ায় আমাদের কারও গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। জানো মা লড়াইতে যাওয়ার আগে আমি কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুঁজে তোমার মুখটি স্মরণ করতাম, আর আমার দেহে শক্তির বান ডাকতো কেন এমন হয় মা? আমার মনে হয় মায়েরাই সকল শক্তির উৎস। তাইতো আমরা দেশকে মা বলে ডাকি, বলি দেশ মতো। আর একটি খবর বলি মা, একটা ঘাঁটি থেকে আমরা ১৩ জন মেয়েকে উদ্ধার করেছি। বর্বর দস্যুরা ওদের উলংগ করে আটকে রেখে ওদের ওপর বর্বর পাশবিক অত্যাচার করতো। সবগুলো মেয়েই রিজিয়ার বয়সী। উদ্ধার করার পর কী কান্না ওদের। দু'জন আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিল। আমিই ওদের রিজিয়ার গল্প বলেছি। বলেছি রিজিয়াকে উদ্ধার করতে পারলে আমি ওকে বিয়ে করবো, স্ত্রীর সম্মান দেবো। ওরা তাতে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছে। আমাকে ওরা ভাই বলে ডাকে। ওরাও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমাদের হাসপাতালে মুক্তি যোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করে।

মা, আমার দেশকে যারা ধ্বংস করেছে তাদের আমরা ধ্বংস করবো। আমরা পশুদের বাংলার পবিত্র মাটি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। তুমি দোয়া করো মা, আমরা জিতবো, নিশ্চয়ই জিতবো। তারপর তোমার কোলে মাথা রেখে খুইব করে ঘুমাবো। কেমন? ইতি—

তোমার "আনু"

চিঠি পড়া শেষ হলো। আনুর মা ভাবীর চোখ থেকে টসটস করে জল ঝরে পড়ছে।

"কেঁদোনা ভাবী। আনু নিশ্চয়ই ফিরবে। মন খারাপ করো না।" আনুর মা ভাবীকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম।

"মন খারাপ না খুশী লাগতাছে। আনু আমাগো দেশের লাইগ্যা লড়তাছে এর থাইক্যা আর খুশী কী অইবো। কারবালায় কাসেমের মাথায় কাসেমের মা যুদ্ধে যাওনের আগে পাগড়ী বাইন্ধ্যা দিছিলো। আমিও নিজের হাতে ওরে কাপড় পরাইয়া দিছি। আনু আমার কাসেম।" চোখের জল মুছে ফেলে আনুর মা ভাবী হাসলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাংলাদেশের মায়েরা এমনি বলেই বাংলার অজেয় মুক্তি বাহিনীর সোনার ছেলেরা আজ নোতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি আবদুল মান্নান, মুজিবনগর জয়বাংলা প্রেস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আবদুল মান্নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত